অমর চিত্র কথা

নং ৫১ টা ৩.৫০

# ঝাঁসির রানী

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে যাঁদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা, তাঁদের একজন—

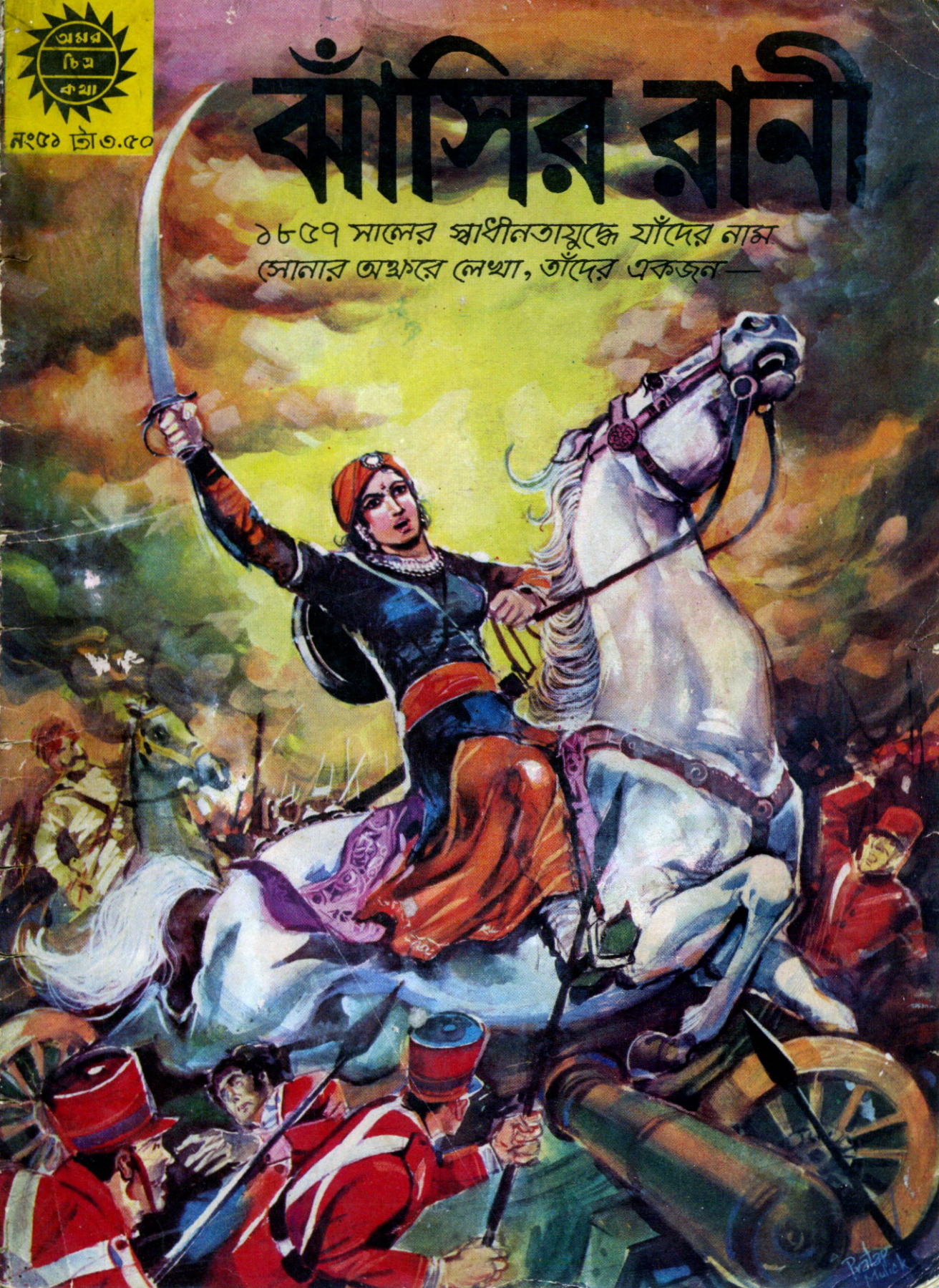

# ঝাঁসির রানী

জাতীয় বীরাঙ্গনা রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর নামের সাথে জড়িয়ে আছে বিস্ময়কর বীরত্ব আর নির্ভীক সংগ্রামের কাহিনী। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, কিন্তু ব্রিটিশরাজ যখন তাঁর ছোট্ট রাজ্য ছিনিয়ে নেবার ভয় দেখালেন তখন তিনিও হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সবচেয়ে সাহসী নেত্রী। প্রতিটি যুদ্ধের পুরোভাগে থেকে তিনি তাঁর সৈন্যদের প্রেরণা যোগাতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধী, নেতৃত্ব দেবার সমস্ত গুনই তাঁর ছিল। তিনি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার পর অন্যান্য নেতারা—তাঁতিয়া তোপী, রাও সাহেব আর বান্দার নবাব তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না। এ ভাবেই শেষ হলো উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের একটি অধ্যায়।

একজন নারী হিসেবে রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে। মধ্যভারতের চারণরা আজও এই বীরাঙ্গনাকে নিয়ে গান গেয়ে বেড়ায়, যিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কেবল তাঁর বুন্দেলা শত্রুদের বিরুদ্ধেই নয়, মহাশক্তিশালী ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও।

অনুবাদ/ কেয়া চট্টোপাধ্যায় ॥ বর্ণলিপি/ পার্থ মিত্র
প্রচ্ছদলিপিও নামপত্র/ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অমর চিত্রকথার
বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক: উচ্চারণ
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Published by H.G. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at H. K. Printers, 120, Shivshakti Industrial Estate, Mathuradas Vissanji Road. Andheri (East), Bombay-400 059

Editor: Anant Pai Script: Mala Singh Illustrations: Hema Joshi

ঝাঁসির রানী
নির্বাসিত পেশোয়া, দ্বিতীয় বাজীরাও সপরিবারে বিঠুরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। মরোপন্ত ছিলেন বাজীরাও-এর সভাসদ। মনিকর্নিকা নামে তাঁর এক কন্যা ছিল।

খেলার সাথীরা তাকে বলত মনু। সে লেখাপড়া করতে খুব ভালবাসতো।

মনুকে দেখেছো?

ও ছেলেদের সঙ্গে পড়াশোনা করছে।

কেন? মেয়েমানুষের আবার পড়াশোনার দরকার কী?

কিন্তু কপালে লেখা আছে বড় হলে ও রানী হবে।

বছরের পর বছর কেটে গেল। মনুর বয়স এখন এগারো . . .

মনু বড় হচ্ছে, ওর বিয়ে দেওয়া দরকার!

জ্যোতিষীরা বলেছেন, ওর নাকি রাজপরিবারে বিয়ে হবে!

শুনেছো, আমাদের মনুর বিয়ে হচ্ছে ঝাঁসীর মহারাজের সঙ্গে!

আর দেবী লক্ষ্মীর নামে ওর নাম হবে লক্ষ্মীবাঈ!

আরও এক বছর কেটে গেল।

মহাসমারোহে বিয়ে হল ...

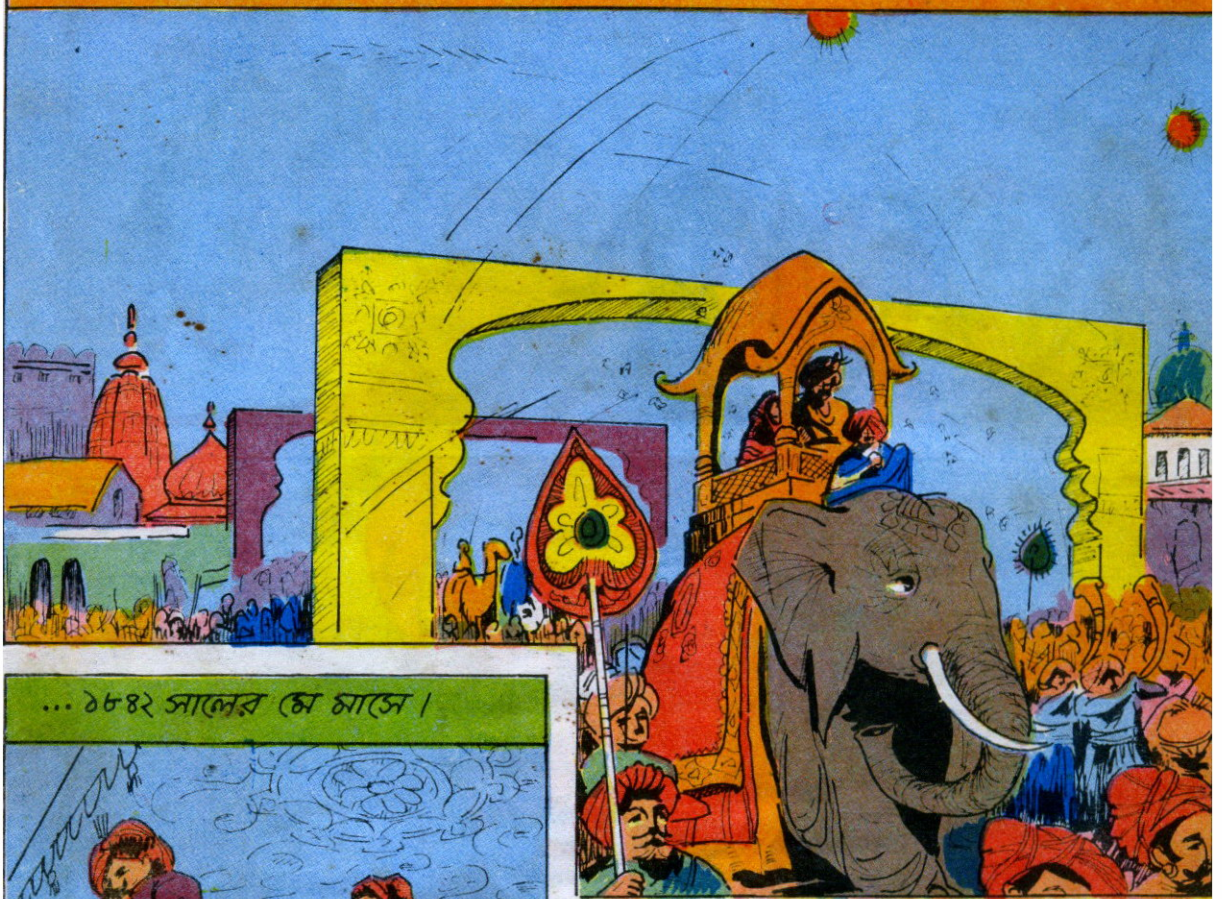

... ১৮৪২ সালের মে মাসে।

১৮৫১ সালে লক্ষ্মীবাঈ-এর এক পুত্রসন্তান হল।

কিন্তু তিন মাস পরে পুত্রটির মৃত্যু হল।
মহারাজা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।
হায়! আমার কোনও পুত্র নেই যে আমার উত্তরাধিকারী হবে আমি এখন কী করব?
মহারাজা মৃতপ্রায়!
ঝাঁসির কি হবে?
মহারাজা ঠিক করেছেন দত্তক পুত্র নেবেন!

১৯শে নভেম্বর, ১৮৫৩ সালে দত্তক পুত্র নেওয়া হল।

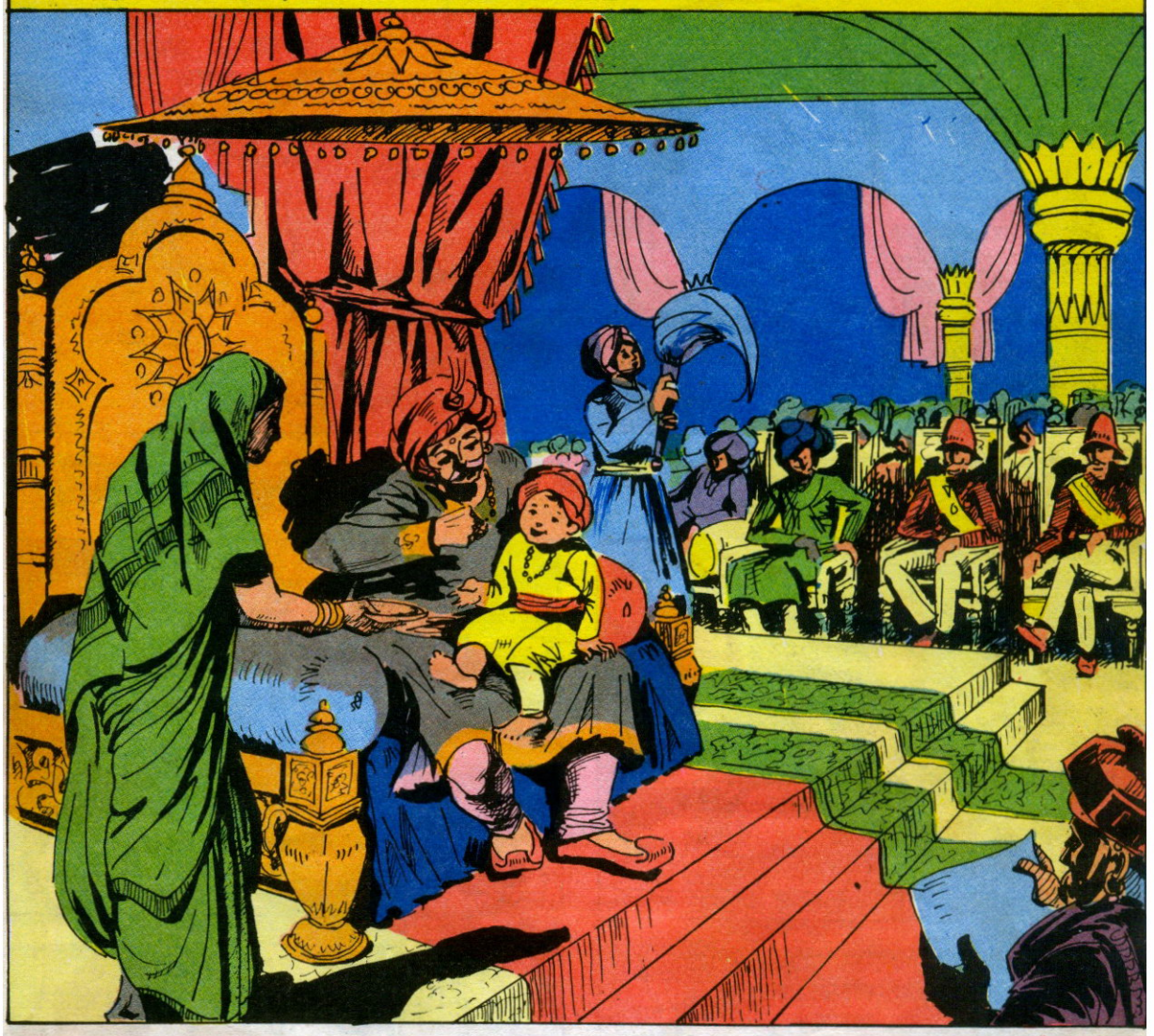

এর একদিন পরেই মহারাজা মারা গেলেন।

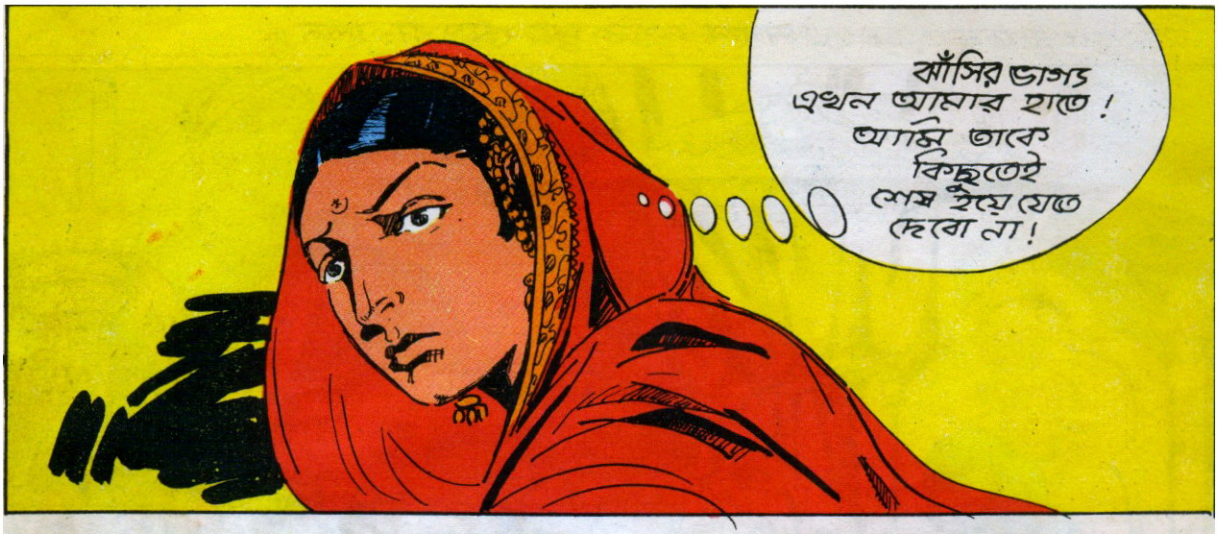


সুতরাং রাণী লক্ষ্মীবাঈ দক্ষভাবে দেশের শাসনকার্য চালাবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

কিন্তু গভর্নর জেনারেল সেই আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান করলেন।

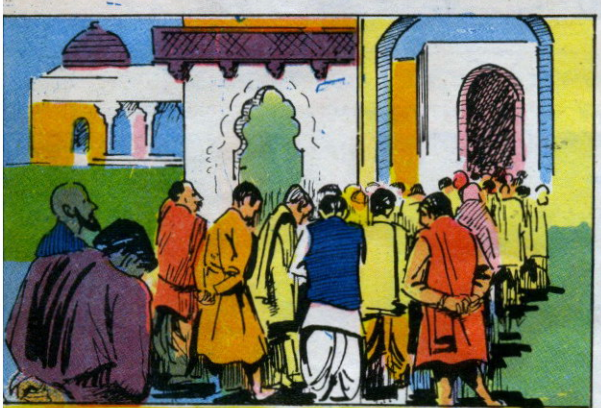

ঝাঁসিতে নেমে এলো শোকের ছায়া।

প্রজাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে লক্ষ্মীবাঈয়ের মনোবল বেড়ে গেল।

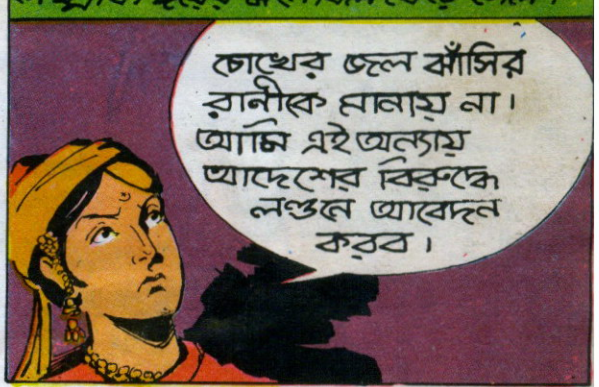


কিন্তু-

ইংরেজদের এ দেশের মানুষ কোন দিনই ভালো চোখে দেখতনা। ক্রমেই সে বিরক্তি বাড়তে লাগল।

১০ই মে, ১৮৫৭ সালে মীরাটে শুরু হল সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোরা অফিসারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর বন্দী সিপাহীদের মুক্ত করল।

তারপর তাঁরা দিল্লীতে উপনীত হল। সেখানে তাঁরা পেল বিরাট অভ্যর্থনা।

প্রাক্তন মোগল সম্রাটকে আবার সিংহাসনে বসানো হল। দিল্লী বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হল।

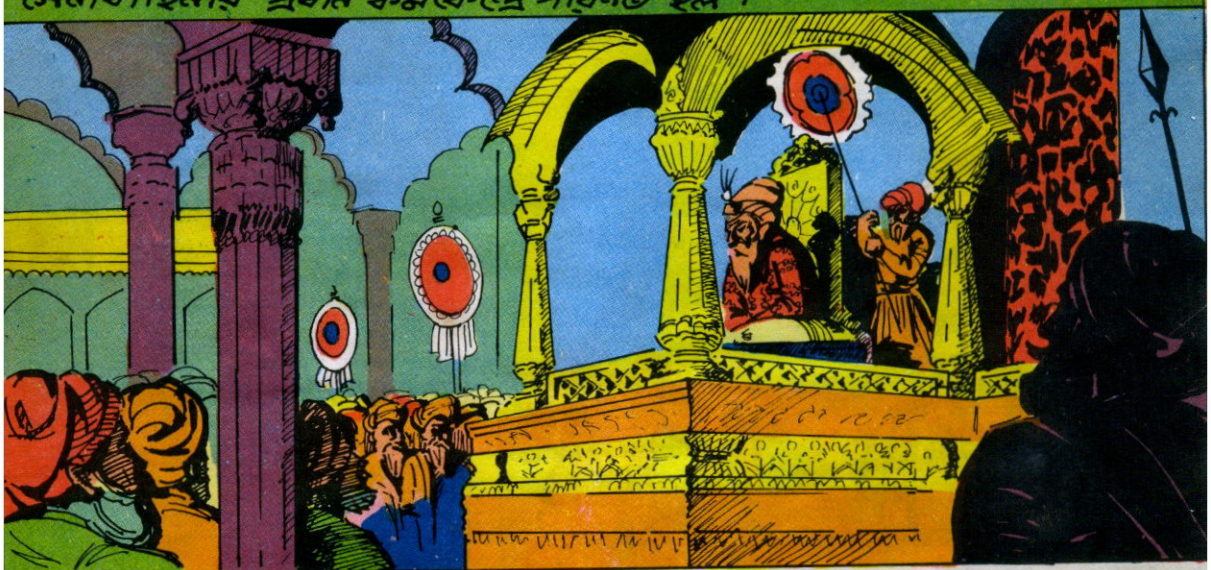

ইংরেজরা লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর সাহায্য চাইল।

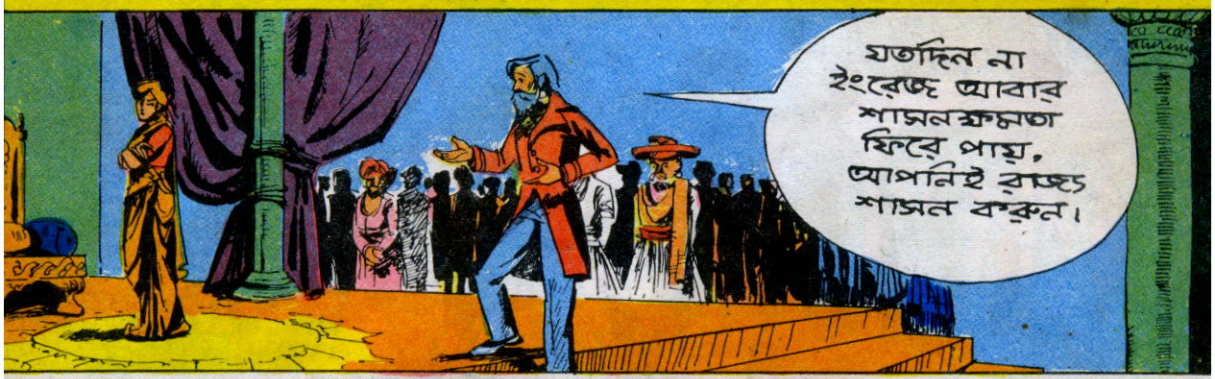

বিদ্রোহী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ইংরেজরা লড়তে পারল না। তারা সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

রানী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর সমস্ত প্রজাদের নিয়ে এক মহাসভা ডাকলেন।

প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য বাইরে এক বিশাল জনতা অপেক্ষা করছিল।

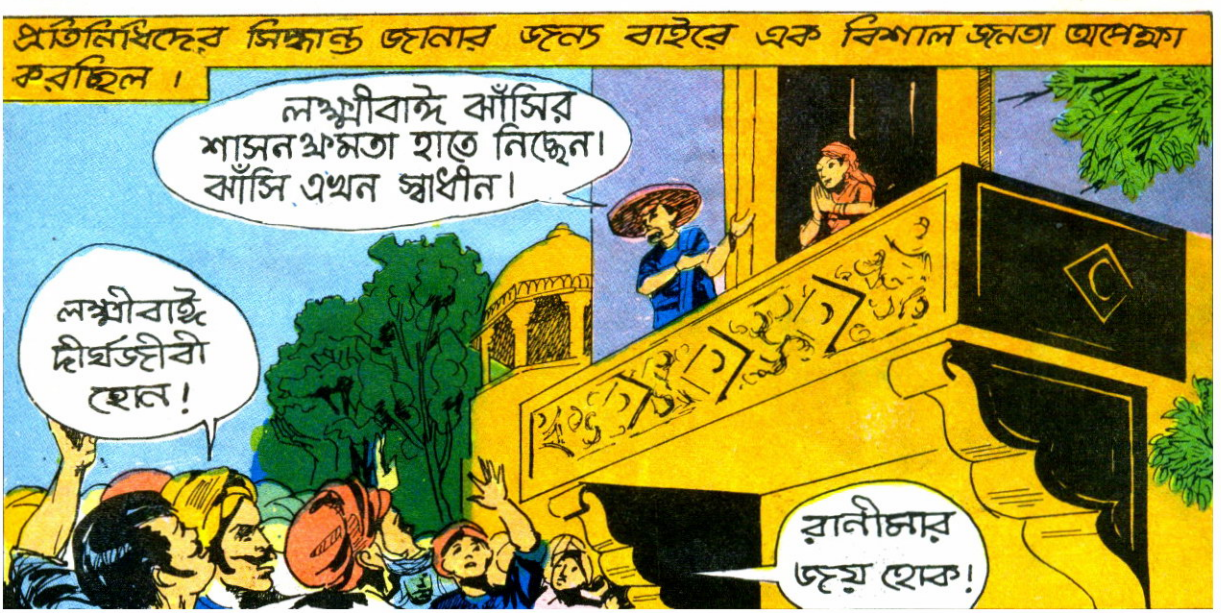

আমরা রাসলীলা গান করতে এসেছি।

আসুন, আসুন। আপনাদের দেখে রানীমা খুশী হবেন!

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ।

রাজপ্রাসাদের নিজস্ব গ্রন্থাগারটির প্রতিও লক্ষ্মীবাঈয়ের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই নতুন নতুন মূল্যবান বই কিনতেন।

কিন্তু সেই শান্তি ও সুখ ছিল ক্ষণস্থায়ী। প্রথম আঘাত এলো সদাশিব রাওয়ের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন মহারাজের এক দূর সম্পর্কের ভাই।

আমি ঝাঁসির রাজা!

ঝাঁসির রানী আমাদের শাসন-কর্ত্রী।

সদাশিবকে দমন করার জন্য লক্ষ্মীবাঈ সসৈন্য বাহিনী পাঠালেন। প্রথম আঘাতেই সদাশিব সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

প্রতিবেশী রাজ্য দাতিয়া আর ওরচা লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছ থেকে ঝাঁসি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনী তাদের পরাস্ত করল।

লক্ষ্মীবাঈয়ের সেনাবাহিনীর হঠাৎ গুলিবর্ষণে হানাদাররা পিছু হঠলো।

ওরচার সেনারা অন্ধকারে নিঃশব্দে চারটে কামান নিয়ে এলো। তারপর সৈন্যদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল।

রানীর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঝাঁসির সেনাবাহিনী শত্রুদলকে বিধ্বস্ত করল।

বিজয় উৎসব পালন করার জন্য রানী এক বিশাল দরবার বসালেন।

কিন্তু দিল্লী থেকে দুঃসংবাদ এলো।

ব্রিটিশ আক্রমন রুখবার জন্য রানী প্রস্তুত হলেন।

এবার রানী সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে নাগরিকদের আহ্বান করলেন।

মেয়েরা সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখালো, তাঁরা শিখলো বন্দুক চালাতে, ঘোড়ায় চড়তে ও তলোয়ার চালাতে। এছাড়াও দুর্গ পাহারা দেওয়া, আহতের সেবাও তাঁরা করতে লাগল।

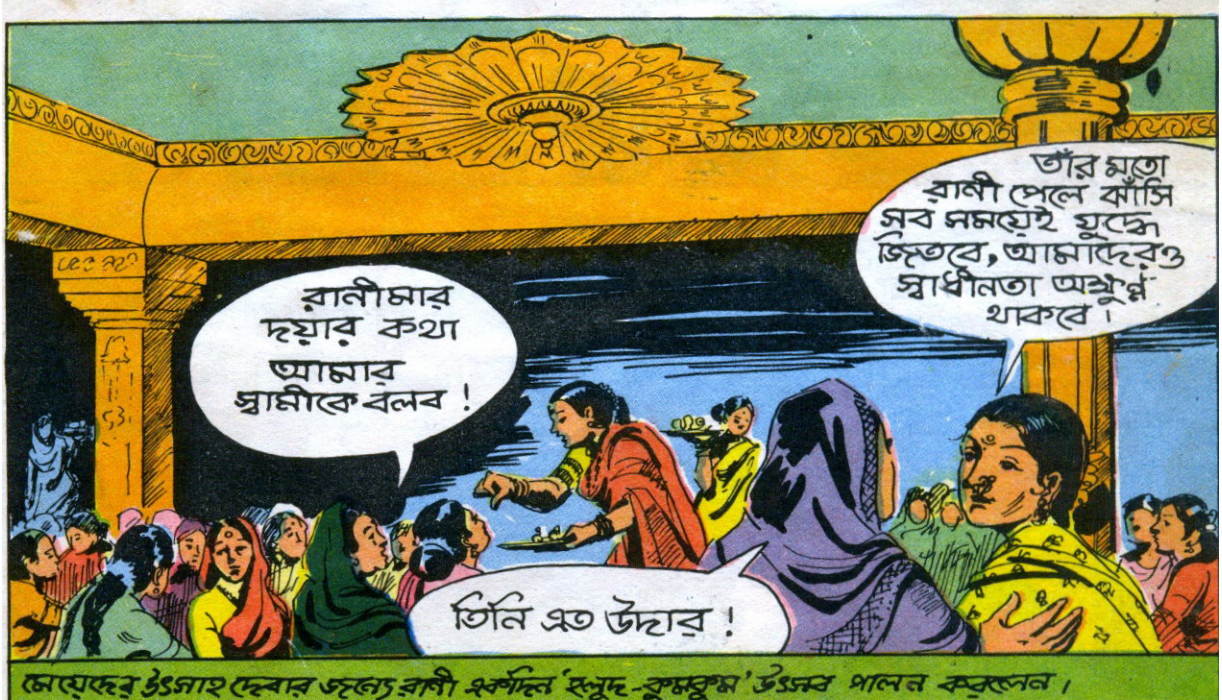


রানীমার দয়ার কথা আমার স্বামীকে বলব!
তাঁর মতো রানী পেলে ঝাঁসি সব সময়েই যুদ্ধে জিতবে, আমাদেরও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।
তিনি এত উদার!
মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্যে রানী একদিন 'হলুদ-কুমকুম' উৎসব পালন করলেন।

ইংরেজরা সেহোর এবং রহটগড়ও দখল করেছে!
তারা সাগরও নিয়ে নিয়েছে!

আমাদের মিত্র বানপুরের রাজাকেও ওরা হারিয়ে দিয়েছে।
কিছুদিনের মধ্যেই ওরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যে, ব্রিটিশ ছাউনিতে—
ঝাঁসির রানীকে খুব দুর্বল মনে ভেবো না। বিদ্রোহীদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে বিপজ্জনক!
চান্দেরী দুর্গ আমাদের দখলে। ঝাঁসিও বলতে গেলে এখন আমাদেরই।

আপনার পুরনো বন্ধু তাঁতিয়া টোপী আর রাও সাহেবের কাছ থেকে সাহায্য চাইলে কেমন হয়?
চেয়েছি। তাঁতিয়া টোপী ইতি-মধ্যে পান্না ও চরখড়ির রাজাদের আক্রমন করেছেন। এই রাজারা ইংরেজদের গোঁড়া সমর্থক!

লক্ষ্মীবাঈ তাঁর প্রজাদের নিয়ে এক প্রতিনিধিসভা ডাকলেন। তিনি জানতে চাইলেন তাঁরা কি চান — যুদ্ধ, না আত্মসমর্পণ।

২৫শে মার্চ, ১৮৫৮। সকাল থেকেই ইংরেজরা ঝাঁসির ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। এবং লক্ষ্মীবাঈয়ের সেনারা তার উপযুক্ত জবাবও দিল।

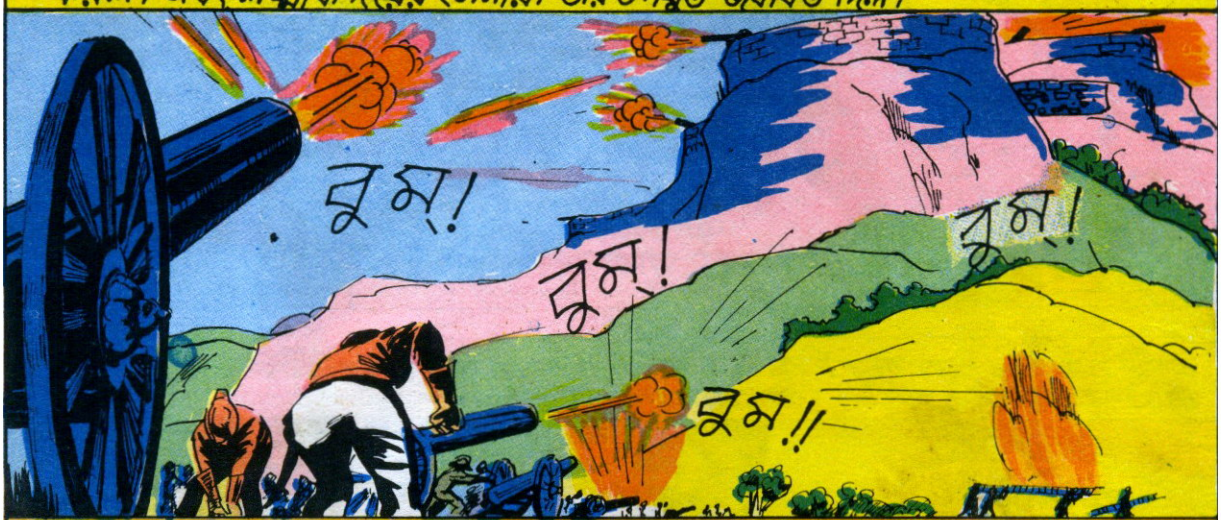


৫ দিন ধরে ব্রিটিশ কামান সমানে গর্জন করে চলল, কিন্তু ক্ষতি হল সামান্যই।

একটা প্রাচীর এবং মিনারের সামান্য ক্ষতি হল।

রাত্রিবেলা ইংরেজরা ২৪ পাউন্ডের দুটো কামান এনে তাঁতিয়ার সৈন্যদের আক্রমণ করলো।

এবং পর দিন ইংরেজরা সম্মুখ যুদ্ধে তাঁতিয়ার বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করল।

লক্ষ্মীবাই দায়িত্বশীল রাজকর্মচারীদের একত্র করলেন।

আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। আমরা একাই ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারি। আপনারা আগেও অতুলনীয় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আপনারাই আমার ভরসা। আমি আবার বলছি আপনারা পারবেন!

সব শেষ হয়ে গেল!

আমরা শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করব।

জয় আমাদের হবেই!

আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

৩রা এপ্রিল, ১৮৫৮ —

দ্যাখো! ওই সিঁড়ি বেয়ে আমাদের উঠতে হবে!

রানীর দুর্গে বসানো আমাদের গোয়েন্দা তার কথা রেখেছে!
সে তো বেশ মোটা টাকাই পেয়েছে!

ইংরেজরা আবার আক্রমণ করেছে!
করতে দাও! আমরা ওদের দেখিয়ে দেবো ঝাঁসির লোকেরা কিভাবে যুদ্ধ করে!

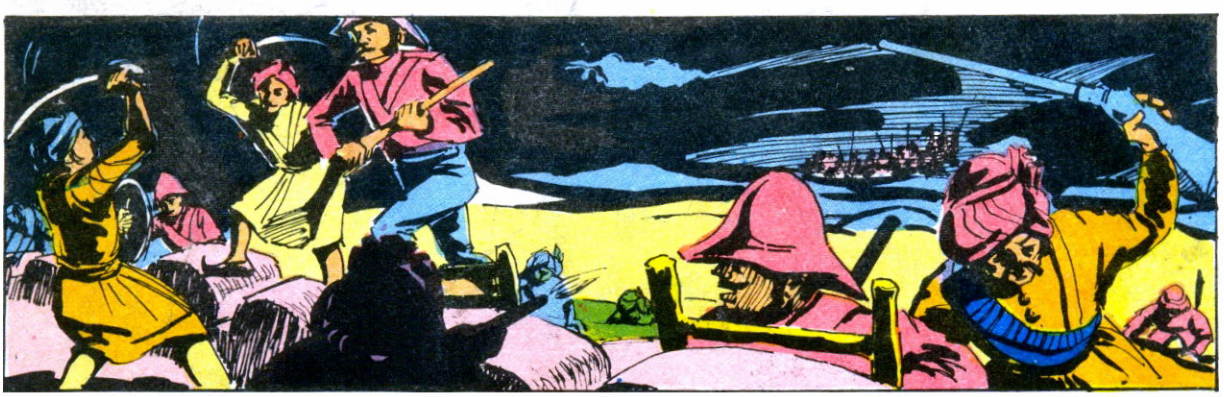

ইংরেজরা দুর্গের ভিতর ঢুকে পড়েছে।

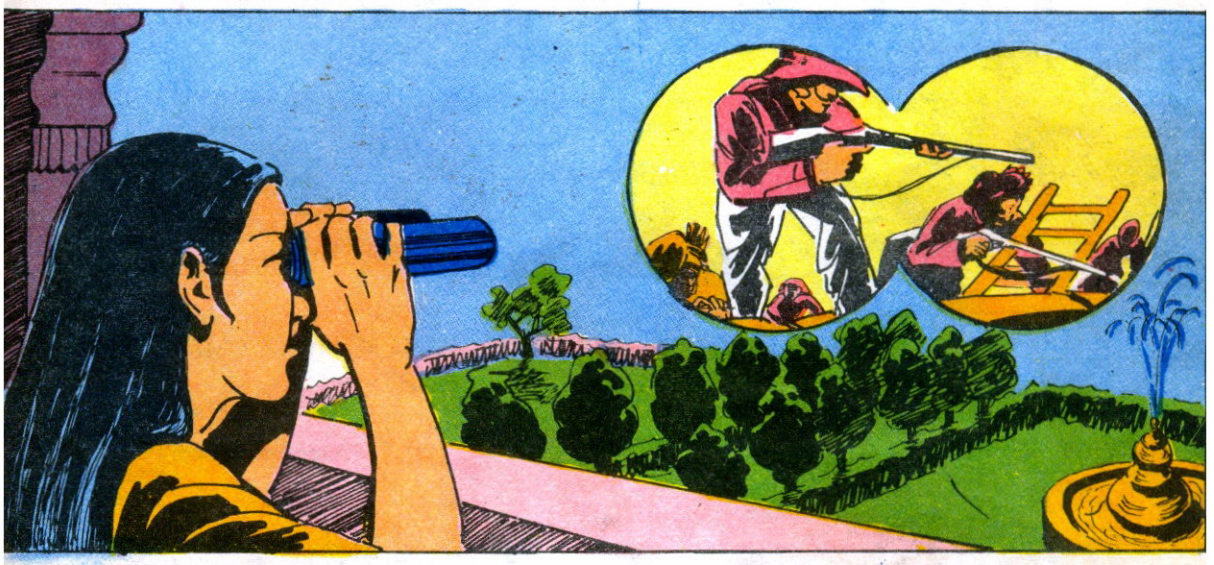

আর আশা নেই! জয়ের সম্ভাবনা দেখছি না। তবে কি আত্মসমর্পণ করব?
না, কিছুতেই না!

লক্ষ্মীবাঈ তাঁর সৈন্যদের পুরোভাগে থেকে ইংরেজদের পালটা আক্রমণ করলেন।

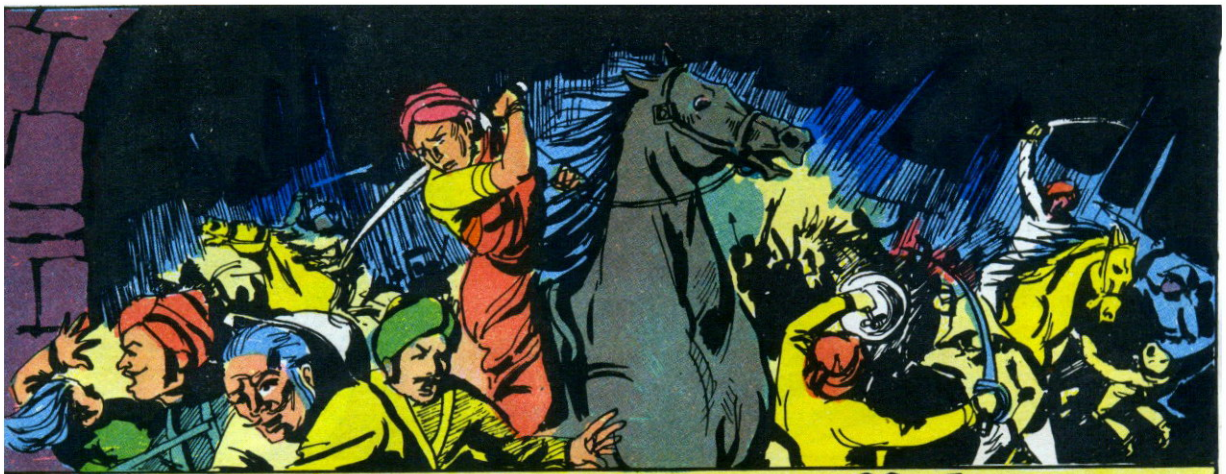

অপ্রত্যাশিত ও প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণের ফলে ইংরেজ-বাহিনী নিরাপদ আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

গভীর রাত্রে—
ঝাঁসির রানী পালিয়েছেন!
চলুন, তাঁর পিছনে ধাওয়া করি।
তাঁকে আমরা কিছুতেই ধরতে পারব না!
দুজন পল্টন তাঁকে বন্দী করতে গিয়েছিল। দুজনকেই তাঁর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে!
ইংরেজ ঝাঁসি ধ্বংস করেছে!
এমনকি তারা রাজ্যের পাঠাগারও বাদ দেয়নি!
কেন? ঝাঁসির লোকেরা কি অপরাধ করেছে?
ইংরেজরা বলেছে ঝাঁসিকে তারা উচিত শিক্ষা দিতে চায়। আর এই সঙ্গে অন্যদের কাছেও এমন একটি উদাহরণ রাখতে চায় যাতে আর কেউ ইংরেজকে ঘাঁটাতে সাহস না করে!

লক্ষ্মীবাঈ কল্পিতে রাও সাহেবের শিবিরে পৌঁছলেন।

কিন্তু নিজেদের পুরে অতিরিক্ত আস্থাশীল বিদ্রোহী নেতারা লক্ষ্মীবাঈয়ের পরামর্শে কান দিলেন না। শক্তিশালী পশ্চাৎবাহিনীর অভাবে রাও সাহেবের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হল।

পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে — এ নিয়ে রাও সাহেব সভা করলেন।

কিন্তু ইংরেজবাহিনীর সুচতুর রণকৌশল তাদের আবার জয়ী করল। রাও সাহেবের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

তখন লক্ষ্মীবাঈ অশ্বারোহণ করে এক ক্ষুদ্র বাহিনীর দ্বারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করলেন।

তাঁর উদাহরণ অন্যান্য নেতাদের অনুপ্রাণিত করল। তাঁরাও রানীর অনুসরণ করলেন।

এগিয়ে চলো! জয় আমাদের হবেই!

ঝাঁসির রানীকে অনুসরণ কর! শত্রুরা পিছু হটছে!

তখন ইংরেজ জেনারেল স্যার হিউ রোজ তাঁর উটবাহিনীকে আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন।

এভাবে আক্রান্ত হয়ে পেশোয়ার সেনা বাহিনী মাথা ঠিক রাখতে পারল না। তারা ছত্রভঙ্গ হল।

যে বিপ্লবী-চেতনা নিয়ে লক্ষ্মীবাঈয়ের বন্ধুরা এতদিন লড়ছিলেন, তা যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। ২৪শে মে, ১৮৫৮ সালে ইংরেজরা আর যুদ্ধ-বিগ্রহ না করেই কল্পির দুর্গ অধিকার করল।

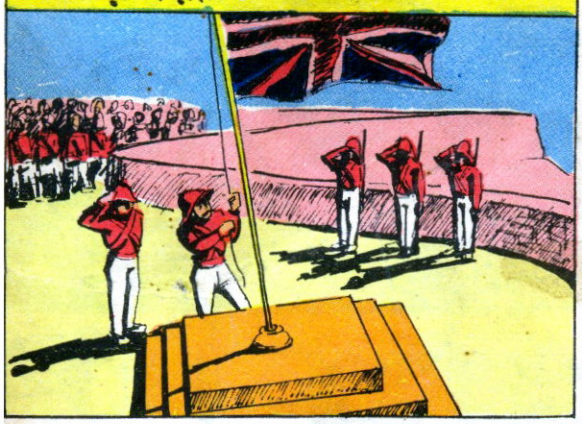

বিদ্রোহী নেতারা আর একবার সভায় বসলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীবাঈকে দেখেই গোয়ালিয়রের সৈন্যরা তাদের বন্দুক ফেলে দিল।

রাও সাহেব বিজয়ীর বেশে গোয়ালিয়রে প্রবেশ করলেন এবং মারাঠা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উপর তাঁর নেতৃত্ব ঘোষণা করবার জন্য এক বিশাল দরবার বসালেন।

উৎসব চলতে লাগল, লক্ষ্মীবাঈ কিন্তু একেই অধীর হয়ে উঠলেন।

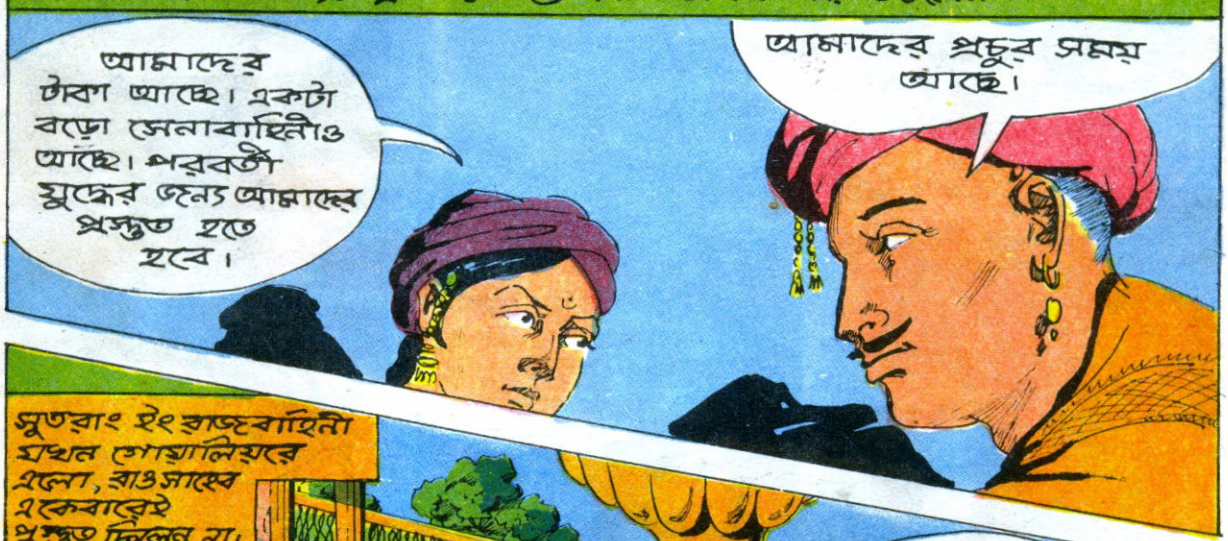


সুতরাং ইংরাজবাহিনী যখন গোয়ালিয়রে এলো, রাওসাহেব একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

পুরুষের পোশাক পরে লক্ষ্মীবাঈ শত্রুকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন।
আরো ইংরেজ সৈন্য এসে গেছে! আর আশা নেই!
আমি আশা ছাড়ব না, কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না!
দু'পক্ষের সৈন্যরাই সমান তেজের সঙ্গে লড়তে লাগল।
এগিয়ে চলো!

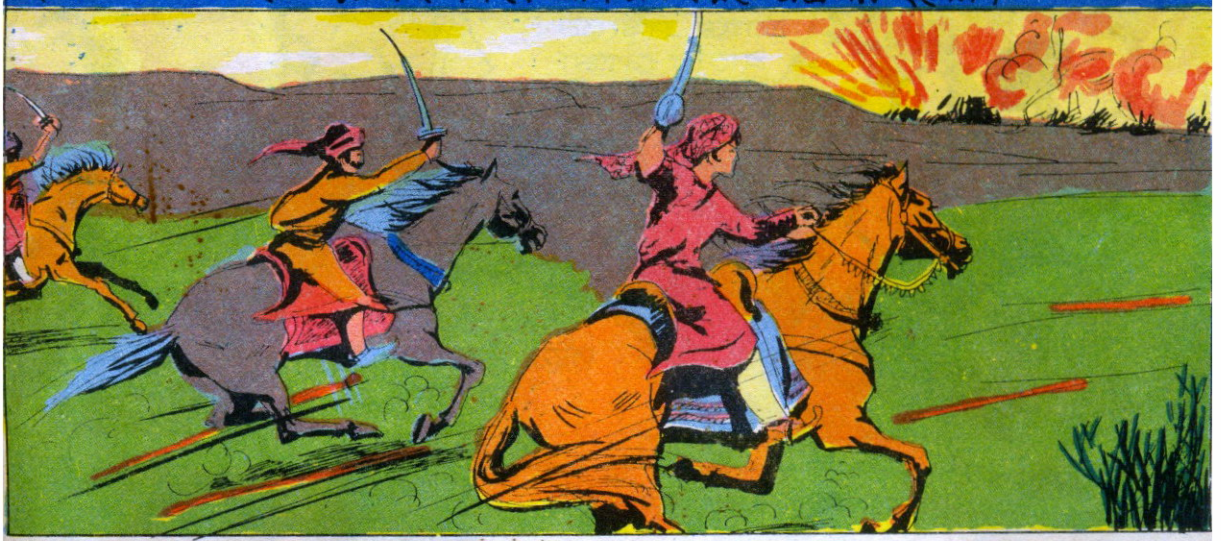

এইভাবে ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের এক মহান বীরাঙ্গনার জীবনাবসান হল।

অমর চিত্র কথা

# তোমাদের মনের মতো রঙীন বই
# অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

## • পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

## • জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

## • ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

## • কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড ৩.৫০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য :

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

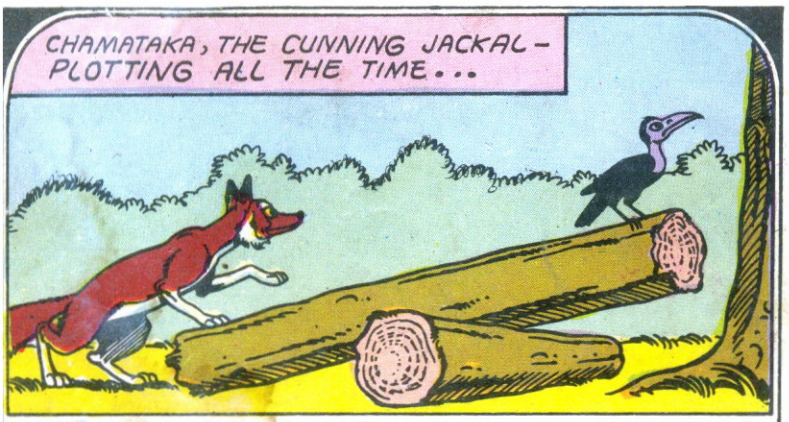

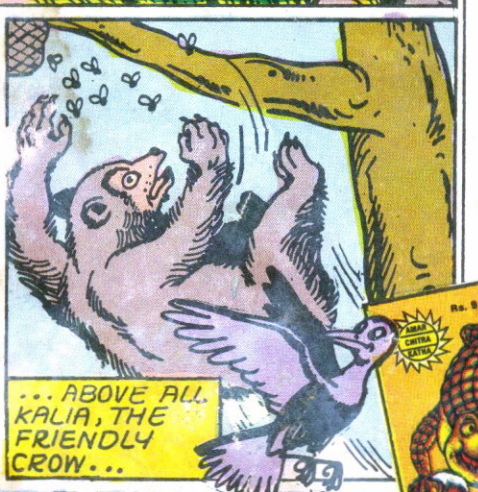

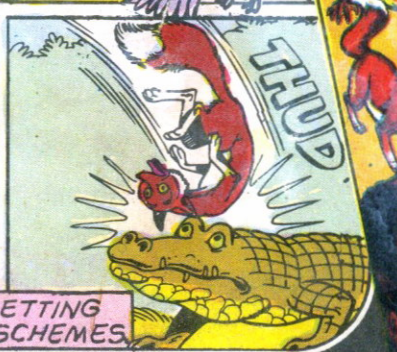


...WHO IS ALWAYS UPSETTING CHAMATAKA'S WICKED SCHEMES

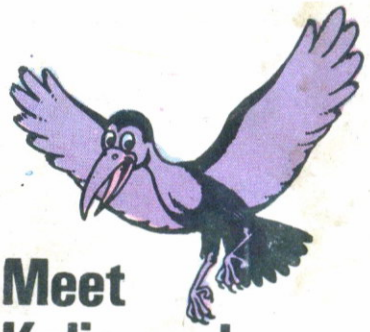

# Meet Kalia and his gang in A TINKLE COLLECTION OF Adventures of Kalia The Crow

64 pages • Rs. 9

Distributed by :
India Book House

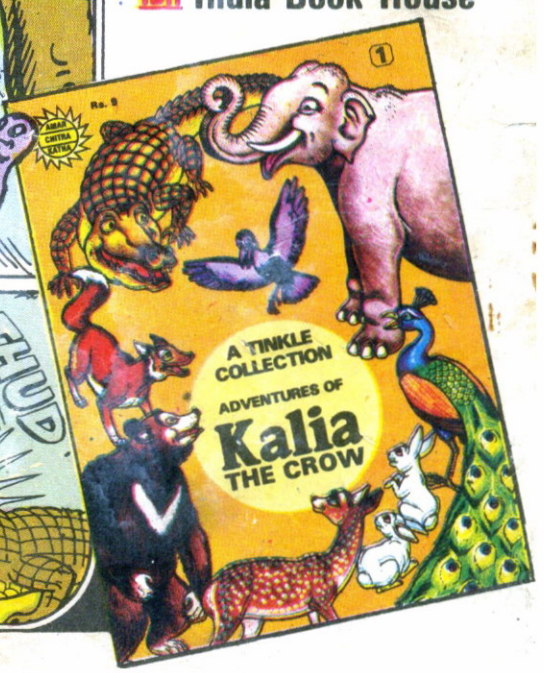


TINKLE-113/83